নামাযে কিভাবে মনোযোগী হবেন

মুহাম্মদ গোলাম মাওলা

নামাযে কিভাবে মনোযোগী হবেন

মুহাম্মদ গোলাম মাওলা

আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার ■ কাটাবন ■ বাংলাবাজার

নামাযে কিভাবে মনোযোগী হবেন
মুহাম্মদ গোলাম মাওলা

প্রকাশনায়
আহ্সান পাবলিকেশন
১৯১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট ঢাকা।

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০০৮
চতুর্থ প্রকাশ : মে, ২০১২
জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৯
জমা. সানি, ১৪৩৩

প্রাপ্তিস্থান
❖ মক্কা পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।
❖ তাসনিয়া বই বিতান, মগবাজার, ঢাকা।
❖ আহ্সান পাবরিকেশন, কাটাবন, ঢাকা।
❖ প্রফেসরস বুক কর্ণার, মগবাজার, ঢাকা।
❖ আযাদ বুকস, চট্টগ্রাম।
❖ মহানগর প্রকাশনী, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

প্রচ্ছদ : নাসির উদ্দীন

কম্পোজ : আহসান কম্পিউটার, কাটাবন, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৮৬২২১৯৫

মুদ্রণে
র‍্যাক্স প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
কাটাবন মসজিদ (৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০

বিনিময় মূল্য : বত্রিশ টাকা মাত্র

NAMAJE KIVABE MONOJOGI HOBEN (How To Be Attentive Offering Preyer) Written By Mohammad Golam Mawla, Published by Ahsan Publication, 191 Moghbazar, Dhaka-1217. First Edition October 2008, Second Edition May, Price Tk. 32.00 only.

AP-57/08

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল-কুরআনে
নামায কায়েম করার নির্দেশ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল-কুরআনে নামায কায়েমের নির্দেশ দিচ্ছেন :

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ.

তোমরা নামায কায়েম অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত দাও। (সূরা আল-বাকারা : ১১০)

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا.

অবশ্যই নামায এমন একটি কর্তব্য কাজ যা সময়ানুবর্তিতার সাথে (আদায় করার জন্য) ঈমানদার লোকদের উপর ফরয করে দেয়া হয়েছে। (সূরা আন-নিসা : ১০৩)

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ - وَهُوَ الَّذِىْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ.

নামায কায়েম করো এবং তাঁর নাফরমানী থেকে দূরে থাকো। তোমরা সকলে পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁরই নিকট একত্রিত হবে। (সূরা আল আন'আম : ৭২)

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং ঈমানদার লোকদের সুসংবাদ দাও। (সূরা ইউনুস : ৮৭)

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ.

আর নামায কায়েম করো দিনের দু'প্রান্তে (ফজর, যুহর ও আসরে) এবং

রাতের প্রথমাংশে (মাগরিব ও ইশায়)। পুণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়। যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্যে এটি এক উত্তম উপদেশ। (সূরা হূদ : ১১৪)

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ.

আমার বান্দাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী তাদেরকে বলে দিন নামায কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে ঐদিন আসার আগে যেদিন কোনো বেচা-কেনা ও বন্ধুত্ব থাকবে না। (সূরা ইবরাহীম : ৩১)

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.

নামায কায়েম করো সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় হতে রাত্রের অন্ধকার আসন্ন হবার সময় পর্যন্ত। আর ফজরের কুরআন পড়ার স্থায়ী নীতি অবলম্বন করো। কেননা ফজরের কুরআনে (আল্লাহর ফেরেশতাগণ) উপস্থিত হয়। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৭৮)

اِنَّنِيْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِيْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ.

আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। অতএব তুমি আমার বন্দেগী করো। আর আমার স্মরণেই নামায কায়েম করো। (সূরা ত্বা-হা : ১৪)

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য করো। আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতি রহম করা হবে। (সূরা আন-নূর : ৫৬)

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

নামায কায়েম করো। নিঃসন্দেহে নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ হতে বিরত রাখে। (সূর আল-আনকাবূত : ৪৫)

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

তোমরা দাঁড়াও একথার উপর) আল্লাহর দিকে রুজু করে এবং ভয় করো তাঁকে অতঃপর নামায কায়েম করো, আর মুশরিকদের মধ্যে শামিল হয়ো না। (সূরা আর রূম : ৩১)

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, তোমরা যা কিছু করো সেই বিষয়ে আল্লাহ পুরোপুরি অবহিত। (সূরা আল মুজাদালা : ১৩)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ج وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِه ط هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ ط هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ج فَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط هُوَ مَوْلٰكُمْ ج فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

হে মুমিনগণ! তোমরা রুকূ করো, সিজদা করো, তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত করো এবং সৎ কাজ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করো যেভাবে লড়াই করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করে বাছাই করেছেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে কঠিন কোনো বিধান দেননি তোমাদের দ্বীনে। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীনে কায়েম থাকো। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কুরআনেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষী হতে পারেন এবং তোমরা সাক্ষী হতে পারো মানব জাতির জন্যে। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে

ধারণ করো। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। অতএব তিনি কতো উত্তম অভিভাবক, কতো উত্তম সাহায্যকারী তিনি। (সূরা আল হজ্জ : ৭৭-৭৮)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

হে ঈমানদার লোকেরা! জুমু'আর দিনে যখন নামাযের জন্য ঘোষণা দেয়া হয়, তখন আল্লাহর স্মরণের দিকে দৌড়িয়ে যাও এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ কর। এটা তোমাদের জন্য অতীব উত্তম যদি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করো। (সূরা আল-জুমু'আ : ৯)

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا.

নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। (সূরা আল-মুযযাম্মিল : ২০)

অর্থাৎ আল্লাহর পথে যাকাত ছাড়াও বৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ থেকে কল্যাণমূলক কাজে নিঃস্বার্থে ব্যয় করো।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.

সুতরাং তুমি তোমার প্রভুর জন্য নামায পড় এবং কুরবানী দাও। (সূরা আল-কাউছার :২)

নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত

ঈমান গ্রহণ করার পরে একজন ঈমানদারের নিকট সর্বপ্রধান দাবী যে, সে নামায আদায় করবে। কুরআনে সকল ইবাদতের মধ্যে নামাযের সবচেয়ে বেশি তাকীদ করা হয়েছে এবং তা কায়েম করার উপর সর্বাধিক জোর দেয়া হয়েছে। কারণ নামায হলো গোটা দ্বীনের ভিত্তি। নামায এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যা মুমিন জীবনে সার্বক্ষণিক ফরয। সে ধনী কিংবা গরীব হোক সুস্থ বা অসুস্থ হোক, মুকীম না মুসাফির হোক (বাড়িতে বা সফরে থাকুক)। এমনকি যুদ্ধাবস্থায়ও যোদ্ধাদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নামায আদায় করা ফরয। এই মহান ফযীলতপূর্ণ ইবাদতটি আমাদের জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ তা কুরআন হাদীসের আলোকে নিম্নে পেশ করা হলো :

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ.

১. তোমরা নামায সংরক্ষণ করো, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামায। আর আল্লাহর সামনে এমনভাবে দাঁড়াও যেমন অনুগত সেবকরা দাঁড়ায়। (সূরা আল-বাকারা : ২৩৮)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَ تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ.

২. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে না রাখে। যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা মুনাফিকূন : ৯)

اَقِمِ الصَّلٰوةَ. اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

৩. নামায কায়েম করো, নিঃসন্দেহে নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। (সূরা আল-আনকাবূত : ৪৫)

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِيْنَ.

৪. তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নামায নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ, কিন্তু অনুগত বান্দাদের পক্ষে তা মোটেই কঠিন নয়। (সূরা আল-বাকারা : ৪৫)

৫. মুমিন বান্দা ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, নামায অর্থাৎ মুমিনরা নামায পড়ে আর কাফেররা নামায পড়ে না। (আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী)

৬. ঈমান এবং কুফরের মধ্যে নামাযই পার্থক্যকারী। (মুসলিম)

৭. হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত, একবার শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যাচ্ছিল। এমন সময় নবী (সা) ঘরের বাহিরে এলেন এবং একটি গাছের দু'টি শাখা ধরে ঝাঁকি দিলেন। তখন ঝরঝর করে গাছের শুকনো পাতা পড়তে লাগলো। নবী (সা) বললেন ঃ হে আবু যর! যখন কোন মুমিন একনিষ্ঠভাবে আন্তরিকতার সাথে নামায পড়ে তখন তার পাপরাশি ঠিক এভাবে ঝরে পড়ে যেমন এ গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়েছে। (মুসনাদে আহমাদ)

৮. যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায ত্যাগ করলো, তার ওপর হতে আল্লাহর যিম্মাদারী মুক্ত হয়ে গেল। (মুসনাদে আহমাদ)

৯. হাদীসে আছে আল্লাহ বলেন, বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথেই থাকি। যখন সে একা স্মরণ করে আমি তখন তাকে একা স্মরণ করি। যখন সে কোন জামায়াতে আমাকে স্মরণ করে তখন এর চেয়েও ভাল জামায়াতে (ফেরেশতাদের মধ্যে) আমি তাকে স্মরণ করি। যখন সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, আমি তখন তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। যখন সে এক হাত আমার দিকে এগিয়ে আসে আমি তার দিকে দুই হাত এগিয়ে যাই। যখন সে আমার দিকে হেঁটে আসে তখন আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। (বুখারী ও মুসলিম)

১০. একবার নবী (সা) সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের কারো ঘরের পাশ দিয়ে যদি প্রবাহিত নদী থাকে এবং সে ঐ নদীতে দৈনিক পাঁচ বার গোসল করে, তোমরা বলো তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে কী? সাহাবীগণ জবাব দিলেন না, তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে না। নবী (সা) বললেন ঃ এ অবস্থা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের। আল্লাহ্ তা'আলা এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিনিময়ে তার পাপগুলো মিটিয়ে দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১১. হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন কোন কঠিন সমস্যায় পড়তেন, তখনই তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। (আবু দাউদ)

১২. হযরত আলী (রা) বলেন– নবী পাক (সা) এর জীবনের শেষ মুহূর্তে তার মুখ দিয়ে যে কথাগুলো নিঃসৃত হয় তা হলো নামায, নামায, নামায। (আল-আদাবুল মুফরাদ)

১৩. নামায দ্বীন ইসলামের স্তম্ভস্বরূপ। যে নামাযের হিফাযত করলো, সে তার দ্বীনকে রক্ষা করলো। যে নামাযের হিফাযত করলো না, সে তার দ্বীনকে ধ্বংস করলো। (আল-হাদীস)

১৪. নামায মুমিনের জন্য মি'রাজ। (আল-হাদীস)

১৫. কোন গুনাহ্ করার কারণে কোন নামাযী লোক যদি জাহান্নামে প্রবেশ করে তবে তার সিজদার অংশগুলোকে জাহান্নাম স্পর্শ করতে পারবে না। (আল-হাদীস)

১৬. নামাযের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। নামাযের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো, নামাযের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। (আল-হাদীস)

১৭. সঠিক ওয়াক্তে নামায পড়া আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। (আল-হাদীস)

১৮. আল্লাহ মানুষকে সিজদারত অবস্থায় দেখতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। (আল-হাদীস)

১৯. নামায বেহেশতের চাবি। (আল-হাদীস)

২০. বান্দা ঐ সময়ে আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় যখন সে আল্লাহর সামনে সিজদায় থাকে। (মুসলিম)

২১. নামাযকে আমার জন্য চোখের শীতলতাস্বরূপ (অন্তরের প্রশান্তি) বানানো হয়েছে। (আল-হাদীস)

২২. প্রত্যেক নবীর জন্য আল্লাহ একটা করে "আন্তরিক প্রশান্তিমূলক ইচ্ছা" পয়দা করে দিয়েছেন। আমার আন্তরিক প্রশান্তিমূলক ইচ্ছাটি হলো রাতের নামায। আল্লাহ প্রত্যেক নবীর জন্য একটি মর্যাদার লুকমা বানিয়েছেন। পাঁচ ওয়াক্তের নামায আমার লুকমা। (আল-হাদীস)

নামাযের খুশু কি?

'খুশু' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো–স্থিরতা, একাগ্রতা, নম্রতার সাথে ঝুঁকে পড়া, দমিত হওয়া, লুণ্ঠিত হওয়া। নিজের কাতরতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা।

শরীয়তের পরিভাষায় খুশুর অর্থ– বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ বয়ানুল কুরআনে লেখা হয়েছে, অন্তরের স্থিরতা থাকা। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কল্পনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকা অর্থাৎ অনর্থক নড়াচড়া না করা। এ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, নামাযে খুশু হলো নামাযীর আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। আভ্যন্তরীণ খুশু যা অন্তরের স্থিরতার প্রকাশ, নামাযীর মন-আল্লাহর ভয়, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রতাপ ও পরাক্রমের কল্পনায় ভীতসন্ত্রস্ত, কাতর ও আড়ষ্ট থাকবে। আর বাহ্যিক খুশু, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশিত হবে, নামাযীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

বিনম্র থাকবে, কণ্ঠস্বর ভীত ও নিম্নগামী থাকবে, দৃষ্টি নত থাকবে। প্রবল পরাক্রমশালী কারো সামনে উপস্থিত হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে ভীতির চিহ্ন দেখা যায়– নামাযীর শরীরে সে চিহ্ন ফুটে উঠবে। তাই নামাযে খুশু অবলম্বন করা মানে শুধু দৈহিক দিক দিয়েই নয় বরং শরীর এবং মন-মস্তিষ্ক উভয়টিই আল্লাহর সামনে দীন-হীন হয়ে ঝুঁকে পড়বে। আল্লাহর মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপে মনে ভয়ের সঞ্চার করবে। ফলে অন্তর থেকে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুর কল্পনা দূরীভূত হবে। শুধুমাত্র আল্লাহর ধ্যানেই অন্তর কেন্দ্রীভূত থাকবে এবং শরীরেও নামাযের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ ব্যতীত অন্য কোন কাজ থাকবে না।

নামাযে খুশুর গুরুত্ব

খুশু হলো নামাযের প্রাণ। খুশু বিহীন নামায প্রাণহীন দেহের মতোই নিষ্ফল। আমাদের বুঝতে হবে আল্লাহ পাক নামাযের হুকুম দিলেন কী উদ্দেশ্যে? আল্লাহ বলেন ঃ নামায কায়েম করো, আমার স্মরণের উদ্দেশ্যে। আর খুশু হলো শরীর মনকে আল্লাহর স্মরণেই কেন্দ্রীভূত রাখা। স্মরণের বিপরীত হলো গাফলতী বা অমনোযোগীতা। আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে অমনোযোগী অবস্থায় নামায পড়লে, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ নামায পড়তে বলেছেন ঃ আল্লাহকে স্মরণ করার সেই উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হলো। আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা অমনোযোগীদের দলভুক্ত হয়ো না। সূরা মাউনে আল্লাহ পাক ঐ সমস্ত নামাযীদের জন্য ধ্বংস ও দুর্ভোগের দুঃসংবাদ দিয়েছেন যারা তাদের নামাযে অমনোযোগী এবং তারা লোক দেখানো নামায পড়ে। অর্থাৎ তাদের নামায লোক দেখানোর জন্য, আল্লাহর স্মরণের উদ্দেশ্যে নয় এবং তারা নামাযে অমনোযোগীও। তাই তাদের জন্য ধ্বংস অর্থাৎ জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি। আল-কুরআনের এ কয়টি আয়াত খুশুর গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য যথেষ্ট।

এরপরে আমরা রাসূলে পাক (সা) এর হাদীসেও এর অপরিসীম গুরুত্ব ও তাকীদ দেখতে পাই। রাসূল (সা) বলেন ঃ নামায খুশু অর্থাৎ বিনয় ও নম্রতা ব্যতীত কিছুই নয়। অর্থাৎ বিনয় ও ক্ষুদ্রতাবোধ এবং একাগ্রতা না

থাকলে তা নামাযই নয়। অন্য হাদীসে রয়েছে– "যে নামাযীর নামায তাকে অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে না সে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।" কারণ নামায যদি সত্যিকারের নামাযই হয় তবে তা আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী "নিশ্চয়ই নামায নামাযীকে অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে।" আর অমনোযোগীর নামায তাকে অশ্লীলতা বা পাপাচার থেকে বিরত রাখতে পারে না। কারণ অমনোযোগীর নামায সত্যিকারের নামাযই নয়। তাই তা থেকে সে প্রকৃত নামাযের উপকারিতা লাভ করতে পারে না। ফলে সে ক্রমে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায়।

আবু দাউদ শরীফে উদ্ধৃত হযরত আমর বিন ইয়াছির (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) এর আর একটি হাদীস থেকে খুশুর গুরুত্ব আরও সুন্দরভাবে উপলব্ধি করা যায়। অর্থাৎ, হযরত আম্মার বিন ইয়াছির (রা) বলেন ঃ আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি– তিনি বলেন, মানুষ নামায পড়ে শেষ করে অথচ তার জন্য সওয়াব লিখিত হয় দশ ভাগের এক ভাগ। এভাবে কেউ নয় ভাগের এক ভাগ, কেউ আট ভাগের এক ভাগ, কেউ সাত ভাগের এক ভাগ, কেউ ছয় ভাগের এক ভাগ, কেউ পাঁচ ভাগের এক ভাগ, কেউ চার ভাগের এক ভাগ, কেউ তিন ভাগের এক ভাগ এবং কেউ অর্ধেক সওয়াব পায়। (আবু দাউদ)

আমরা বুঝতে পারলাম, নামাযে খুশু বা একাগ্রতা ও বিনয়-নম্রতা যতোটুকু ছিল– সওয়াব ততোটুকুরই পাওয়া যাবে। খুশু যদি থাকে নামাযের অর্ধেক সময়, সওয়াবও পাওয়া যাবে অর্ধেক নামাযের। আবার খুশু যদি থাকে দশ ভাগের এক ভাগ তবে সওয়াবও পাওয়া যাবে দশ ভাগের এক ভাগ। আর খুশু যদি মোটেই না থাকে তবে কোন সওয়াবই নেই। এমন নামাযে আল্লাহ তা'আলার কোনই আগ্রহ নেই। পুরনো কাপড়ের মতো এ নামাযকে নামাযীর মুখে ছুঁড়ে মারা হবে।

কুরআন ও হাদীসের এসব অকাট্য বর্ণনার প্রেক্ষিতে ইমাম গাজ্জালী একে নামাযের শর্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন যা ছাড়া নামাযই হয় না। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল, সুফিয়ান সাওরী ও হাসান বসরী (র) সহ অনেক ওলামায়ে কেরামের মতে ঃ খুশু ব্যতীত নামায আদায় হবে না বরং তাদের মতে খুশু ছুটে গেলে নামায ছুটে যায়। তবে মনের খুশু অর্থাৎ স্থিরতা ও একাগ্রতা

পুরো সময় ধরে রাখা যেহেতু অনেকের জন্যই কঠিন, মন অজান্তেই অন্য কল্পনায় চলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার এবং এটা বাস্তবে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও শয়তানের ওয়াসওয়াসার কারণেই হয়ে থাকে। এ সমস্ত দিক বিবেচনা করে চার মাযহাবের ইমামগণসহ অধিকাংশ ফকীহ্ একে নামাযের রূহ বা প্রাণ হিসেবে আখ্যায়িত করার পরে শর্ত আরোপ করেছেন কমপক্ষে নামাযের কোন একটি পূর্ণ রুকন (যেমন- সবচেয়ে কম সময়ে আদায়যোগ্য রুকন– তাকবীর তাহ্রীমা বা নিয়াত সহকারে 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করা) আদায়কালীন সময়ে পূর্ণ খুশু তথা বিনয়সহ আল্লাহ্র প্রতি একাগ্রতা থাকতে হবে। এতটুকুও যদি না থাকে তবে নামায আদায় হবে না। কমপক্ষে তাকবীর তাহ্রীমার সময়ে পূর্ণ খুশুর সাথে নিয়ত করে কেউ নামায পড়লে নামায আদায় হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে যদিও মাঝে মধ্যে তার খুশু ছুটে গিয়ে থাকে এবং বেনামাযী বা নামায পরিত্যাগকারীর যে শাস্তি তাও তার প্রতি প্রযোজ্য হবে না। তবে আল্লাহ্র কাছে সওয়াব সে ততোটুকুরই পাবে নামাযের যতোটুকু সময়ে তার একাগ্রতা ছিল।

মনকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সময়ে সাধ্যের বাইরে। তাই নামাযের মধ্যে যখনই মন অন্য দিকে ছুটে যাবে তখনই চেষ্টা করে মনকে আল্লাহ্র দিকে রুজু করতে হবে। মনকে বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দিলে সে দিক হারানো স্রোতের মতো দিক বিদিকে ছুটতে থাকবে। আর তাতে নামাযের সওয়াব তো পাওয়া যাবেই না বরং আল্লাহ্র সামনে আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য দাঁড়িয়ে 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য চাই' বলে আল্লাহ্র কাছে আবেদন নিবেদন ও প্রার্থনা করা হচ্ছে অথচ মনে কল্পনা অন্য কিছুর। এটা অনেক বড় বেয়াদবী, অনেক বড় ধৃষ্টতা। আল্লাহ্ তো মনের খবর জানেন। তিনি দেখছেন বান্দা আমার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে আমার সাথে কথা বলছে অথচ তার মনোযোগ অন্যদিকে। অমনোযোগী গোলামের প্রতি আল্লাহ্র রহমত দানের পরিবর্তে তার ক্রোধ ও গযব নাযিল হওয়াই স্বাভাবিক। তবে আল্লাহ্ রাহ্মানুর রাহীম। বান্দাকে ক্ষমা করতেই চান তিনি। তিনি যদি দেখেন বান্দা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলাবশত অমনোযোগী হচ্ছে না। বরং মনোযোগ ছুটে গেলেও সে চেষ্টা করছে আমার প্রতি তার একাগ্রতা ধরে রাখতে তখন

তিনি অনুগ্রহবশত মাঝে মধ্যে মনোযোগ ছুটে যাওয়া নামাযে কিছুটা সওয়াব দিয়ে দিবেন বলে তার রহমতের দরবারে আশা করা যায়।

অন্তত বান্দা নামাযের উদ্দেশ্যে পবিত্রতা অর্জন করে তার শরীরকে নামাযে নিয়োজিত করেছে। আল্লাহর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে নামাযে তার সময় ব্যয় করেছে– এজন্যও আল্লাহ তাকে বেনামাযীদের দলভুক্ত করবেন না। তবে নামাযের সওয়াব বা আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে হলে সাধনা চালিয়ে যেতে হবে নামাযে একাগ্রতা ধরে রাখার জন্য। কারণ একাগ্রতা বা খুশুহীন নামায হলো প্রাণহীন দেহের মতো।

যেসব বিষয় নামাযীর মনোযোগ বা খুশু বিনষ্ট করে

আমরা এতক্ষণ যাবৎ নামাযের মধ্যে খুশুর গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং খুশু না থাকার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জানলাম। কাজেই আমাদের অবশ্যই জেনে নিতে হবে কিসের দ্বারা এই খুশু নষ্ট হয়।

আমরা আগেই জেনেছি খুশু শরীর এবং মন উভয়দিক দিয়ে হতে হবে। প্রথমেই আমরা আলোচনা করবো বাহ্যিক বা শারীরিক খুশু কিসে ছুটে যায়। ওলামায়ে কেরাম যে কাজগুলো নামাযের মাকরূহাতের মধ্যে গণ্য করেন, সে সবগুলো কাজই শারীরিক খুশু বিনষ্টকারী। অর্থাৎ এমন কাজ– যা নামায ভঙ্গকারী না হলেও নামাযের মধ্যে তা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়, নিন্দনীয়। যেগুলো থেকে বিরত থাকা নামাযীর জন্য কর্তব্য। যেমন–

১। নামাযের সময় ডানে-বামে ফিরে তাকানো। (তবে চেহারা না ঘুরিয়ে শুধু চোখের কিনারা দিয়ে দেখা যায়।)

২। মাথা উঠিয়ে উপরের দিকে তাকানো।

৩। নামাযের কাজগুলো ব্যতীত অন্য কোন নড়াচড়া করা বা বিভিন্ন দিকে হেলে বা ঝুঁকে পড়া।

৪। বার বার কাপড় গুটানো, কাপড় ঝাড়া বা কাপড় নিয়ে খেলা করা।

৫। সিজদার জায়গায় বার বার ফুঁ দেয়া বা পরিষ্কার করা। (একবার পরিষ্কার করা যায়)

৬। গর্বিত ভঙ্গীতে দাঁড়ানো।

৭। খুব উচ্চস্বরে, ধমকের ভঙ্গীতে বা গানের সুরে কুরআন পড়া।

৮। বার বার হাই তোলা, অপ্রয়োজনীয় ঢেকুর তোলা। হেলো-দুলা, শরীর বাঁকা করে রাখা। অর্থাৎ এক পা সোজা এক পা কাত করে রাখা বা একদিকে ঝুঁকে দাঁড়ানো, আড়ামোড়া ভাঙ্গা। হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের মধ্যে ঢুকানো। কোমরে হাত বাধা, বিনা কারণে গা চুলকানো।

৯। প্রাণীর ছবিযুক্ত জায়নামাযে বা কাপড় পরে নামায পড়া। অথবা এমন জায়গায় নামায পড়া যেখানে মাথার উপরে, সামনে, ডানে বা বামে প্রাণীর ছবি আছে।

এ সমস্ত কাজ থেকে সতর্কতার সাথে বিরত থাকতে হবে। বদ অভ্যাসবশত অনেকে এ সমস্ত কাজ করে থাকেন।

মনের খুশু বিনষ্টকারী

শয়তান মানব সন্তানের জন্ম মুহূর্ত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা চালায় তাকে গোমরাহ করার জন্য, আদম সন্তানের সমস্ত নেক আমল বরবাদ করার জন্য। তাই যখনই মুমিন নামাযে দাঁড়ায়– শয়তান তার পিছু নেয় তার এই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত বিনষ্ট করার জন্য। হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়– মুমিন বান্দা যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন শয়তান তাকে ওয়াসওয়াসা দেয়। অমুক অমুক বিষয় খেয়াল করো। এমনকি সে বিভিন্ন চিন্তায় বিভোর হয়ে শেষ পর্যন্ত ভুলে যায় নামায কত রাকাআত পড়া হয়েছে। বাস্তবেও আমরা এর ভুক্তভোগী। যে সমস্ত কথার কোন প্রয়োজন নেই সেগুলোও নামাযের মধ্যে মনে এসে যায়। এই অপ্রাসঙ্গিক কথাও কাজের চিন্তা খেয়ালই মনের খুশু নষ্ট করার প্রধান কারণ।

মন থেকে অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা দূর করে মনকে একমাত্র আল্লাহর ধ্যানে নিয়োজিত করার সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে নামায পড়ার অভ্যাস করতে হবে। বাচ্চাদের নামায শেখানোর সময় এ বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেয়া হয় না। ফলে তারা শুধু শারীরিক নামায পড়তেই অভ্যস্ত হয়। নামাযের সময় মন ছুটে যায় অন্য ধ্যানে। অভ্যাস হয়ে গেলে বা বড় হয়ে

গেলে মনকে কন্ট্রোল করা কঠিন। তাই ছোট থাকতেই বাচ্চাদেরকে গুরুত্বের সাথে এ বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে হবে। নামায শুধু শরীর দিয়েই নয়- দিলকেও নামাযে নিয়োজিত করতে হবে। যখনই অনিচ্ছাকৃতভাবে নামাযে অন্য চিন্তা-ভাবনা এসে যাবে তখনই সজাগ অনুভূতি নিয়ে মনোযোগ পুনরায় আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। মনে রাখতে হবে আল্লাহর মনোযোগ তাঁর প্রতি মনোযোগী বান্দার দিকে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন- নামাযের সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমতের দৃষ্টি দিয়ে বান্দার দিকে তাকিয়ে থাকেন- যতোক্ষণ না বান্দা অন্যদিকে ভ্রূক্ষেপ করে (আল্লাহর দিকে মনোযোগী থাকে)। যখনই বান্দা অন্যদিকে ভ্রূক্ষেপ করে (তার মনোযোগ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুতে আকৃষ্ট হয়) তখনই আল্লাহ তা'আলাও তার দিক থেকে তার রহমতের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।

নামাযের মনোযোগ বা খুশু অর্জনের কয়েকটি দিক

শারীরিক খুশু ধরে রাখা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। ইচ্ছা করলেই বাহ্যিক দিক দিয়ে সুন্দর করে নামায পড়া যায়। শারীরিক খুশুকে নামাযের দেহ বলা যায়। তবে নামাযের রূহ বা মনের খুশু ধরে রাখাটাই বেশি কঠিন। আমরা এখন কুরআন ও হাদীসের আলোকে কিছু পদ্ধতির আলোচনা করবো- যেগুলো দ্বারা দিলের খুশু অর্জন করা যায়- যা হলো নামাযের প্রাণ।

১। নিজেকে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর সামনে উপস্থিত মনে করা

এই পদ্ধতিটির ইঙ্গিত আল্লাহর বাণী থেকেই পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন-

"তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো। অবশ্যই তা (নামায) যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু খুশু অবলম্বনকারীদের জন্য (কঠিন) নয়- যারা একথা খেয়াল করে যে তাদেরকে তাদের রবের সামনে উপস্থিত হতে হবে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।" (সূরা আল-বাকারা : ৪৬-৪৭)

কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর সামনে অবশ্যই একদিন আমাদের উপস্থিত হতে হবে। সেই অবস্থাটি কেমন হবে? কিয়ামতের ময়দানের সেই ভয়াবহ

অবস্থার কথা কল্পনা করে তার মধ্যে নিজেকে শুধুমাত্র আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী ধারণা করে নিজের অসহায় অক্ষম অবস্থার কথা চিন্তা করি। হাজার হাজার বছর ধরে উত্তপ্ত করা জাহান্নামের আগুন প্রস্তুত হয়ে আছে। আমলের হিসাব আল্লাহ্ নিবেন। আর আমলতো নাযাত পাবার জন্য যথেষ্ট নয়, যদি না আল্লাহ্ রহমত করেন। ঐ মুহূর্তে আল্লাহ্ আমার উপরে সন্তুষ্ট হলেই কেবল ঐ জাহান্নাম থেকে বাঁচা যাবে। নামাযে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অবশ্যাম্ভাবী আগত সেই কঠিন অবস্থার মধ্যে এখনই নিজেকে নিপতিত মনে করি।

নিজের পাপরাশির জন্য লজ্জিত, অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থী অপরাধীর মতো দাঁড়াই এবং এই কঠিন অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য একমাত্র তাঁরই রহমত ও সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য তাঁর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করি। তাঁর ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য তাঁরই অনুগ্রহ পাবার আশায় কাতরভাবে তাঁর সামনে ঝুঁকে পড়ে রুকূতে যাই। তাঁরই ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে তাঁরই সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ি। নিজেকে কিয়ামতের ময়দানে সেই বিভীষিকাময় অবস্থায় আল্লাহর সামনে উপস্থিত মনে করে নামাযে দাঁড়ালে এবং নামাযের মধ্যে এই মানসিকতা ধরে রাখলে নামাযের রূহ 'খুশু' ধরে রাখা সম্ভব। সেই সময়কার ভীতি, আতঙ্ক, মুখাপেক্ষিতা ও অসহায় অবস্থা মনের মধ্যে নিয়ে নামাযে দাঁড়ালে মন অন্য কোন কল্পনায় ছুটে যেতে পারে না।

২। এমনভাবে নামায পড়া যেন আমি আল্লাহকে দেখছি

আর মনের মধ্যে আল্লাহকে দেখার মতো অনুভূতি সৃষ্টি করতে না পারলে এমন অনুভূতি সৃষ্টি করতে হবে যে আল্লাহ্ তা'আলা তো অবশ্যই আমাকে দেখছেন। রাসূল (সা) এর ভাষায়– 'আল্লাহর ইবাদত করবে এমনভাবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও তবে তিনি তো অবশ্যই তোমাকে দেখছেন (একথা মনে রাখা)।'

দুনিয়ায় কোন গোলাম তার প্রভুকে সামনে দেখে তার হুকম যেভাবে নিখুঁত, নির্ভুল ও সুন্দরভাবে পালন করার চেষ্টা করে, আমরা আমাদের সর্বময়

ক্ষমতার অধিকারী মহান প্রভুর ইবাদত তাকে না দেখেও সর্বাত্মক সুন্দর করার চেষ্টা করবো। কারণ তিনি এমন প্রভু, আমরা না দেখলেও তিনি আমাদের দেখছেন, এমনকি মনের অবস্থাও তিনি দেখছেন।

৩। এই নামাযই আমার জীবনের শেষ নামায

রাসূল (সা) বলেন– 'দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারীর নামাযের মতো নামায পড়ো।' আমার জীবনে এই হয়তো শেষ ওয়াক্ত, পরবর্তী ওয়াক্ত আসার আগেই যদি আমার হায়াত শেষ হয়ে যায় তবে এটাই হবে আমার জীবনের শেষ নামায। দুনিয়ার সকল কিছুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে একটু পরেই হয়তো আমাকে চলে যেতে হবে এই দুনিয়া ছেড়ে। মহান মালিকের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত এই নামায পড়ার সুযোগ আর নাও আসতে পারে। মৃত্যু পথের যাত্রীর মতো দুনিয়া থেকে চির বিদায়ের মনোভাব নিয়ে দুনিয়ার সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র মহান মনিবের কাছে শেষ প্রার্থনা জানাবার আবেগ অনুভূতি নিয়ে নামায পড়লে খুশু ধরে রাখা সম্ভব হবে। দুনিয়া থেকে বিদায়কালে আল্লাহর স্মরণে নামায পড়ার প্রচলন শুরু করেছিলেন হযরত খুবাইব (রা), যখন মক্কার কাফেররা তাকে শূলবিদ্ধ করে শহীদ করে। হযরত খুবাইবের শাহাদাতের পূর্বক্ষণে পড়া সেই নামাযের মতো নামায পড়তে হবে মনপ্রাণ উজাড় করে।

৪। মি'রাজের অনুভূতি নিয়ে নামায পড়তে হবে

রাসূল (সা) বলেন– 'মুমিনদের মি'রাজ হলো নামায। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়তম হাবীবকে ডেকে নিলেন ঊর্ধ্বাকাশে, তাঁর পরম সান্নিধ্যে। দুইজনের চরম নৈকট্যে সংঘটিত হলো মি'রাজ। রাসূল (সা) এর প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার এ এক অনুপম প্রকাশ। এই মি'রাজের রাতেই আল্লাহ তাঁর হাবীবের উম্মতদের জন্যেও করলেন মি'রাজের ব্যবস্থা। তিনি মি'রাজের রাতেই উম্মতকে হাদিয়া দিলেন যে মি'রাজের– তা-ই হলো নামায। দৈনিক পাঁচবার বান্দা আল্লাহর চরম নৈকট্যের অনুভূতি নিয়ে তাঁর সাথে গোপনে আলাপ করবে। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা নিয়ে এবং রাসূল (সা) এর মি'রাজের অনুরূপ নৈকট্যের অনুভূতি নিয়ে নামায পড়তে পারলে আমরা পাব মহান মনিবের সাথে মি'রাজের পরম তৃপ্তি।

বাস্তব অভিজ্ঞতায় খুশু বা মনোযোগ অর্জনের উপায়

আরও কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করলে মনোযোগ বিছিন্ন হয় না বলে বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়। যেমন–

১। হাত দিয়ে নিজ শরীরকে শক্ত মজবুতভাবে চেপে রাখা

দাঁড়ানো অবস্থায় বুকে বা নাভির উপরে, রুকূ-সিজদাকালে শরীরের সাথে এবং বসা অবস্থায় কোলের উপর হাত শিথিল অবস্থায় ছেড়ে না দিয়ে শক্ত করে চেপে রাখলে মনটাও বাঁধা থাকে। এছাড়া দৃষ্টি দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার জায়গায়, রুকূর অবস্থায় পায়ের আঙ্গুলে, সিজদার সময় নিজ নাকের ডগায় এবং বসা অবস্থায় কোলের উপরে রাখলে মন একদিকে নিবিষ্ট থাকে।

একবার হযরত হাতেম বলখীকে তার নামাযের পদ্ধতি জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন : 'যখন নামাযের ওয়াক্ত হয় তখন আমি পানি দিয়ে প্রকাশ্য অযু এবং তওবা দিয়ে বাতেনী অযু করি। তারপর জায়নামাযে মনোযোগ সহকারে দাঁড়াই, মনে করি কা'বা আমার সামনে, পা আমার পুলসিরাতের উপরে, ডানদিকে জান্নাত এবং বামদিকে জাহান্নাম, মৃত্যুর ফেরেশতা আমার পিঠ ঘেঁষে। মনে করি এই আমার জীবনের শেষ নামায। নামাযে আমার অন্তরকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করি, পূর্ণ বিনয়ের সাথে তাকবীর বলি। পূর্ণ বিনয়ের সাথে দণ্ডায়মান হই। অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে কিরাত পড়ি। পূর্ণ অসহায়তা প্রদর্শন করে রুকূ করি। বিনয়ের সাথে সিজদা প্রদর্শন করি। গাম্ভীর্যের সাথে কুউদ (বৈঠক) করি। তারপরে শুকরিয়াস্বরূপ সালাম ফিরাই এবং আল্লাহর রহমতের ওসীলায় নামায কবুল হবার আশা রাখি। নিজের খারাপ আমলের জন্য নামায অগ্রাহ্য হবারও আশঙ্কায় থাকি।' হাতেম বলখী (রা) এর অনুভূতি নিয়ে নামায পড়তে পারলেও নামাযে খুশু হারিয়ে যায় না।

২। নামাযে যা পড়া হয় তা শুদ্ধভাবে পড়া এবং অর্থের দিকে খেয়াল রাখা

নামাযের পূর্বে অযুর সময়ই মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য আমি প্রস্তুত হচ্ছি। এরপরে জায়নামাযে দাঁড়ানোর সময়

দুনিয়ার সকল কিছু মন থেকে আলাদা করে একমাত্র আল্লাহর দিকে মনকে নিবিষ্ট করে তারপর নামায শুরু করতে হবে। জায়নামাযের দু'আর মর্মার্থ ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে হবে। তাকবীরে তাহরীমার (নিয়ত সহকারে 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করার সময়) মনে রাখতে হবে এই তাকবীরের দ্বারা নামায পড়াকালীন সময়টুকুতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকিছুর ধ্যান আমার মনের জন্য হারাম হয়ে গেল এই জন্যই এর নাম তাকবীরে তাহরীমা। এরপরে নামাযে যা কিছু পড়া হয় যেমন তাকবীর তাওয়াজ্জাহ, হামদ, সানা, তাআওউয, তাসমিয়া, সূরা ফাতিহা, কিরাত, রুকূ ও সিজদার তাসবীহ, রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে ও দু'সিজদার মাঝের দু'আ, তাশাহুদ, দরূদ, দু'আ মাছুরা এবং সালাম। এগুলোর প্রত্যেকটির অর্থ ও মর্ম বুঝে পড়া এবং নিজ কলবের দিকে খেয়াল করা। সূরা ফাতিহা পড়ার সময় আল্লাহর জবাবের খেয়াল করা। এভাবে নামাযের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থেকে আল্লাহর ধ্যানে নিবিষ্ট হয়ে নামায পড়তে পারলেই খুশু ধরে রাখা সম্ভব।

রাসূল (সা) ও সাহাবীদের নামাযের খুশু

১। নামাযে দীর্ঘ সময় দাঁড়াবার কারণে রাসূল (সা)-এর হাঁটু প্রায় অবশ হয়ে যেত। কদম মুবারক ফুলে যেত। নামাযের মধ্যে আল্লাহর ভয়ে এমনভাবে কাঁদতেন যে দূর থেকে তাঁর কান্নার আওয়ায ফুটন্ত ডেকচীর মতো শোনা যেত।

২। হযরত আবুবকর (রা) কাঠখণ্ডের ন্যায় নিথর নিশ্চল হয়ে নামাযে দাঁড়াতেন।

৩। আবদুল্লাহ বিন যুবাইর নিশ্চল হয়ে নামাযে দাঁড়াতেন। কথিত আছে, তিনি এমন দীর্ঘ সময় সিজদায় থাকতেন যে পাখি এসে তার কোমরে বসে যেত। হাজ্জাযের সাথে তার যুদ্ধ চলাকালে তিনি বাইতুল্লাহ শরীফে নামায পড়ছিলেন। এ সময় নিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ড এসে বাইতুল্লাহর একাংশ উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং নিক্ষিপ্ত পাথর তার শরীরের খুব নিকটে এসে পড়তে থাকে। কিন্তু তিনি নামায সংক্ষেপ করেননি বা অন্যমনস্কও হননি।

৪। হযরত আলীর (রা) পায়ে তীর বিদ্ধ হয়ে অসহ্য যন্ত্রণা হলে কিছুতেই সে তীর খোলা যাচ্ছিল না। হযরত আলী (রা) নামাযে দাঁড়ালে সহজেই

লোকেরা সে তীর খুলে ফেলল। হযরত আলী (রা) নামাযে এমনই তন্ময় ছিলেন যে তার শরীর থেকে যন্ত্রণাদায়ক তীর খুলে ফেলা হলো তা তিনি টেরও পেলেন না।

৫। রাসূল (সা) কর্তৃক প্রহরায় নিয়োজিত এক আনসারী সাহাবী নামাযে দণ্ডায়মান হলে শত্রুরা তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু তিনি সূরা কাহাফ দিয়ে নামায শুরু করেছিলেন সূরা শেষ না করে নামায শেষ করলেন না, ইতিমধ্যে শত্রু পক্ষ থেকে এক এক করে তিনটি তীর তাঁর শরীরে বিদ্ধ হলো। সে অবস্থায়ই সূরা কাহাফ শেষ করে ধীর স্থিরভাবে নামায শেষ করলেন।

৬। বল্লমের আঘাতে বেহুঁশ থাকা অবস্থায় হযরত উমর (রা) কে নামাযের কথা বললে তিনি হুঁশ ফিরে পান।

৭। হযরত উসমান (রা) এর হত্যাকারীদেরকে লক্ষ্য করে তার বিবি বললেন ঃ "তোমরা এমন লোককে হত্যা করলে, যে রাতের নামাযে কুরআন খতম করতেন।"

৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) অসুস্থ অবস্থায় চোখের চিকিৎসা ত্যাগ করলেন, কারণ চিকিৎসক সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সিজদা দিতে নিষেধ করেছিলেন।

পবিত্রতা অর্জন করে নামায পড়া

নামাযের জন্য শরীর ও পোশাক পবিত্র থাকতে হবে। অযু-গোসল সাবধানে সঠিক পদ্ধতিতে সুন্দরভাবে করতে হবে। মুমিন এ ব্যাপারে সতর্ক থেকে নামাযের হিফাযত করে। কখনও পূর্বশর্ত পবিত্রতার ব্যাপারে আলসেমী বা উদাসীনতার প্রশ্রয় দেয় না। আবু দাউদ শরীফে উবাদাহ্ বিন সামিত (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেন– আল্লাহ্ তার বান্দাদের উপরে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে সময়মত নামায পড়বে এবং রুকূ সিজদার দিকে খেয়াল রেখে মনোযোগের সাথে নামায আদায় করবে অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিবেন। আর যে তা করবে না তার অপরাধসমূহ মাফ করে দেয়ার কোন দায়িত্ব আল্লাহর নেই। তিনি চাইলে তাকে মাফ করবেন। আর চাইলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন।

রাসূল (সা) আরো বলেন– যে ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে অযু করে তারপর নামাযে দাঁড়ায়, সুষ্ঠুভাবে রুকূ-সিজদা এবং কুরআন পাঠ দ্বারা নামায আদায় করে, তার নামায তাকে বলে, তুমি যেমন আমাকে হিফাযত করেছ, আল্লাহ্ও তেমনি তোমাকে হিফাযত করুন। এরপর সেই নামায আলোক রশ্মি ছড়াতে ছড়াতে আকাশের দিকে উঠে যায়। এরপর তার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং আল্লাহর নিকট পৌছে গিয়ে সে নামায ঐ নামাযীর জন্য সুপারিশ করে। আর যখন কেউ অযু, রুকূ, সিজদা ও কুরআন পাঠ সুষ্ঠুভাবে করে না তখন নামায তাকে বলে তুমি যেমন আমাকে নষ্ট করলে, আল্লাহ্ও তোমাকে তেমনি বিনষ্ট করুন। এরপরে তা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আকাশের দিকে ওঠে। কিন্তু তার জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না। এরপর তা পুরোনো কাপড়ের মতো গুটিয়ে নামাযীর মুখের ওপর ছুঁড়ে মারা হয়। (মুসনাদে আহমদ)

আউয়াল (প্রথম) ওয়াক্তে নামায পড়া

আল্লাহ নামায ফরয করেছেন ওয়াক্ত বা সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করে। তাই নামায অবশ্যই তার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পড়তে হবে।

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا.

আল্লাহ্ পাকের হুকুম– "অতএব তোমরা নামায আদায় কর। নিশ্চয়ই নামায মুমিনের জন্য ফরয করা হয়েছে সময়-নিষ্ঠার সাথে।" (সূরা নিসা ঃ ১০৩)

তবে সফলতা প্রাপ্ত মুমিনা এক ওয়াক্তের নামায হয়ে গেলে পরবর্তী ওয়াক্তের নামাযের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান থাকে এবং ওয়াক্ত হওয়া মাত্রই নামায পড়ে নেয়, যেন কোনক্রমে তা ছুটে না যায়। এভাবে নামাযের আউয়াল (প্রথম) ওয়াক্তে নামায পড়ে মুমিন তার নামাযের হিফাযত করে। আউয়াল (প্রথম) ওয়াক্ত হলো মুস্তাহাব ওয়াক্ত। এর ফযীলত সম্পর্কে হাদীস শরীফে আছে অর্থাৎ হযরত উম্মে ফারওয়া থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী পাক (সা) কে সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, 'সর্বোত্তম আমল হলো আউয়াল (প্রথম) ওয়াক্তে নামায পড়া।' (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

আরও একটি হাদীস থেকে আউয়াল (প্রথম) ওয়াক্ত ও শেষ ওয়াক্তে নামায পড়ার পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে তা হলো– অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি নামাযের আউয়াল (প্রথম) ওয়াক্তে এবং আল্লাহর ক্ষমা নামাযের শেষ ওয়াক্তে। (তিরমিযী)

আলসেমী করে বা অবহেলাবশত যারা দেরি করে নামায পড়ে তাদেরকে তিরস্কার করে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন– ঐ নামায মুনাফিকের নামায, যে সূর্যকে প্রত্যক্ষ করে এমনকি যখন সূর্য হলুদ রং ধারণ করে এবং শয়তানের দুই শিং এর মাঝখানে পৌছে যায় অর্থাৎ অস্ত যাবার সময় হয় তখন সে উঠে মাথা ঠুকে। যার মধ্যে অতি সামান্যই সে আল্লাহকে স্মরণ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

আউয়াল (প্রথম) ওয়াক্তেই নামায পড়ে নেয়া মুমিনের কর্তব্য। রাসূল (সা) বলেন– 'কোন বান্দা যখন আউয়াল (প্রথম) ওয়াক্তে নামায পড়ে তখন সে নামায নূরের ঝলক ছড়িয়ে উপরে উঠতে উঠতে আল্লাহর আরশে পৌছে যায়। এরপর কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য দু'আ করতে থাকে যে তুমি যেমন আমাকে হিফাযত করেছ আল্লাহও তেমনি তোমাকে হিফাযত করুন।' (তাবরানী)

অনেক মহিলার বদ-অভ্যাস আছে, নামাযের ওয়াক্ত শুরু হলে ইচ্ছাকৃতভাবেই নামাযে দেরি করে অন্যান্য কাজ করতে থাকে। এতে করে হয় শেষ ওয়াক্তে নামায পড়ে নতুবা অনেক সময় নামাযের ওয়াক্ত চলেও যায়। ডিলেমীর প্রশ্রয় দেয়া চলবে না। নামাযকে দুনিয়ার অন্য সমস্ত কাজের উপরে প্রাধান্য দিয়ে ওয়াক্ত আসা মাত্রই নামায পড়ে নেয়ার অভ্যাস করতে হবে। দেরি করলে নামাযের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হয়তো কোন আকস্মিক কারণে নামায ওয়াক্তের মধ্যে পড়া নাও হতে পারে। আর রাসূল (সা) বলেছেন– নওফেল বিন মুয়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, নবী পাক (সা) বলেন– 'যার এক ওয়াক্ত নামায ছুটে গেল তার যেন পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সবকিছুই কেড়ে নেয়া হলো।' (ইবনে হাববান)।

কাজেই নামায পড়তে দেরি করে এই ঝুঁকি মুমিনরা নেবেন না।

নামাযে আলস্য বা অবহেলা

আল্লাহ্ বলেন, 'অতঃপর তাদের পরে এলো এমন উত্তরাধিকারীরা। তারা নামায নষ্ট করলো এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হলো। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে।' (সূরা মারইয়াম ঃ ৫৯-৬০)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন– নামায নষ্ট করার অর্থ এই নয় যে, নামায সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছে। এর অর্থ হলো সময় চলে যাওয়ার পরে আদায় করা। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (র) বলেন– এর অর্থ পরবর্তী নামাযের সময় এসে পড়া পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করা। যে লোক নামাযকে এরূপ বিলম্বিত করে তওবা না করেই মারা যায়, আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে 'গাই' নামক কূপে নিক্ষেপের হুমকি দিয়েছেন। এটা হচ্ছে জাহান্নামের একটি নিকৃষ্ট স্থান।

'অতএব সেসব নামাযীর জন্য দুর্ভোগ, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খরব।' (সূরা মাঊন ঃ ৪-৫)

অর্থাৎ তারা নামাযে অবহেলা করে। হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) বলেন– আমি রাসূল (সা) কে নামাযে অবহেলাকারীদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ "নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্বিত করা। এ ধরনের লোকদেরকে নামাযী বলা হয়েছে। কিন্তু নামায আদায়ে উদাসীনতার কারণে তাদেরকে "ওয়ায়েল" এর কঠোর আযাবের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। ওয়ায়েল অর্থ- ভয়ঙ্কর শাস্তি। কারো কারো অভিমত ওয়ায়েল জাহান্নামের একটি উত্তপ্ত কূপ, যেখানে দুনিয়ার সমস্ত পাহাড়-পর্বত নিক্ষেপ করা মাত্র তাপে সেগুলো গলে যাবে। অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা না করলে দেরীতে নামায আদায়কারী ও নামাযে উদাসীনদের জন্য এ স্থান নির্ধারিত। (বাযযার)

আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেন– "হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা মুনাফিকুন ঃ ৯)

এ আয়াতে "আল্লাহর স্মরণ" বলতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে বুঝানো হয়েছে।

অতএব যে ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার এবং পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন মিটানোর ব্যস্ততার দরুন যথাসময়ে নামায আদায় করে না, সে ক্ষতির সম্মুখীন হবে। রাসূল (সা) বলেছেন– হাশরের দিন প্রথমেই বান্দার আমলসমূহের মধ্যে নামাযের হিসাব নেয়া হবে। নামায সঠিকভাবে আদায় করে থাকলে পরিত্রাণ পাবে, নচেৎ ব্যর্থতা অবধারিত। (তিবরানী)

আল্লাহ্ অপরাধীদের সম্পর্কে বলবেন ঃ

مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ. قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ لا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ لا وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ لا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ لا حَتّٰى اَتٰنَا الْيَقِيْنُ ط فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ.

তোমাদের কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? তারা বলবে ঃ আমরা নামায পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না, আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম- আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত, অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না। (সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৪২-৪৮)

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য নামায ত্যাগ করা। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী)

রাসূল (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেল, তার আমল নষ্ট হয়ে গেল।"

রাসূল (সা) বলেন ঃ "যে ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দিল, সে আল্লাহর যিম্মাদারী থেকে বের হয়ে পড়লো।" তিনি আরো বলেছেন ঃ মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা বলবে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং নামায ও যাকাত আদায় না করবে। যখন এগুলো করবে, তখন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তাদের জান-মাল আমার হাতে নিরাপদ। তাদেরকে আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

নবী করীম (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে নামায আদায় করবে, বিচার দিবসে তার জন্য নামায নূর হবে এবং মুক্তির উপায় হবে। আর সে

ঠিকমত নামায আদায় করবে না, তার জন্য নামায নূর ও নাজাতের উসিলা হবে না। হাশরের দিন ফেরাউন, কারুন, হামান ও উবাই বিন খালফের সাথে তার হাশর হবে। (আহমাদ, তিবরানী)

হাদীসটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোন কোন আলেম বলেন ঃ বর্ণিত চারজন কাফেরের সাথে বেনামাযীর হাশর হওয়ার কারণ এই যে, নামায ছাড়ার কারণ চার প্রকার হয়ে থাকে। অর্থোপার্জন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও চাকরি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যস্ততার কারণে। সম্পদের হিফাযতের ব্যস্ততার কারণে নামায বর্জন হলে কারুনের সাথে, রাষ্ট্রীয় ব্যস্ততার কারণে হলে ফেরাউনের সাথে, প্রশাসনিক ব্যস্ততার কারণে হলে হামানের সাথে, আর ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যস্ততার কারণে নামায বর্জন হলে উবাই বিন খালফের সাথে হাশর হবে।

হযরত ওমর (রা) বলেন ঃ নামায ত্যাগকারী ইসলাম প্রদত্ত কোন সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাবে না।

ইমাম আহমাদ হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণনা করেন।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দেয়, তার উপর আল্লাহ পাকের কোন দায়িত্ব থাকে না। (আহমাদ)

হযরত ওমর (রা) বলেন ঃ এক লোক রাসূল (সা) এর নিকট হাজির হয়ে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামের কোন্ কাজ আল্লাহর নিকট বেশি পছন্দনীয়? তিনি বললেন– সময়মত নামায আদায় করা। যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করলো তার কোন ধর্ম নেই। নামায ইসলামের স্তম্ভ। (বায়হাকী)

হযরত ওমর (রা) যখন বিশ্বাসঘাতকের আঘাতে আহত হলেন, তখন তাকে বলা হলো, হে আমীরুল মুমিনীন! নামাযের সময় হয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি নামায আদায় করবো। যে নামায ছেড়ে দেয় তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। অতঃপর তিনি নামায আদায় করলেন, অথচ তখনো তাঁর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। হযরত আবদুল্লাহ বিন শাকীক (র) বলেন ঃ সাহাবীগণ নামায ব্যতীত আর কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরী বলে মনে করতেন না। হযরত আলী (রা) কে কোন এক বেনামাযী মহিলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ যে নামায পড়ে না সে তো কাফের। (তিরমিযী)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ যে নামায পড়ে না, তার দ্বীন বলতে কিছুই নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ "ইচ্ছাকৃতভাবে যে এক ওয়াক্ত নামাযও ছেড়ে দেয়, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময় তিনি তার প্রতি ক্রুদ্ধ থাকবেন। (মুহাম্মদ বিন নাসর)

রাসূল (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি বেনামাযীরূপে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, আল্লাহ্ তার অন্যান্য নেক আমলগুলো কবুল করবেন না। (তিবরানী)

ইমাম ইবনে হাযম (র) বলেন ঃ "শিরকের পর সবচেয়ে জঘন্য কবীরা গুনাহ্ হচ্ছে সময়মত নামায না পড়া ও অন্যায়ভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করা।" হযরত ইবরাহীম নখয়ী (র) বলেন ঃ যে নামাযকে ছেড়ে দিল, সে কুফরী করলো।

রাসুল (সা) আরো বলেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন ওযর (শরয়ী কারণ) ব্যতীত দু'ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়ে, সে এক মস্ত বড় কবীরা গুনাহসমূহের মধ্য হতে একটিতে প্রবেশ করলো। (হাকেম)

নামাযের পুরস্কার ও শাস্তি

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায ঠিকমত আদায় করবে। আল্লাহ্ তাকে পাঁচটি পুরস্কারে সম্মানিত করবেন, ১. তার অভাব দূর করবেন, ২. কবরের আযাব থেকে মুক্তি দিবেন, ৩. ডান হাতে আমলনামা দেবেন, ৪. বিজলীর ন্যায় পুলসিরাত পার করাবেন, ৫. বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

আর যে ব্যক্তি নামাযে অবহেলা করবে, আল্লাহ্ তাকে ১৪টি শাস্তি দেবেন। দুনিয়াতে পাঁচটি, মৃত্যুর সময় তিনটি, কবরে তিনটি, কবর থেকে উঠানোর সময় তিনটি।

দুনিয়াতে পাঁচটি ঃ ১. তার হায়াত থেকে বরকত চলে যাবে, ২. চেহারা থেকে নেককারের নিদর্শন লোপ পাবে, ৩. তার কোন নেক আমলের প্রতিদান দেয়া হবে না, ৪. তার কোন দোয়া কবুল হবে না, ৫. নেককারদের দোয়া থেকে সে বঞ্চিত হবে।

কবরে তিনটি ঃ ১. কবর সংকীর্ণ হয়ে এত জোরে চাপ দেবে যে, তার

পাঁজরের একদিকের হাড় বিপরীত দিকে ঢুকে যাবে, ২. কবরে আগুন ভর্তি করে রাখা হবে, যে আগুনের জ্বলন্ত কয়লায় সে রাতদিন জ্বলতে থাকবে, ৩. তার কবরে এমন ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ রাখা হবে, যা তাকে বিলম্বে নামায পড়ার কথা উল্লেখ করে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে।

পুনরুত্থানের সময় তিনটি ঃ ১. কঠোরভাবে হিসাব নেয়া হবে, ২. আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত থাকবেন, ৩. তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অপর বর্ণনায় আছে, বিচার দিবসে তার কপালে তিনটি কথা লেখা থাকবে ঃ

১. হে আল্লাহর হক নষ্টকারী, ২. হে আল্লাহর অভিশপ্ত, ৩. তুমি যেমন আল্লাহর হক নষ্ট করেছ, তেমনি আজকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, হাশরের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের নির্দেশ দেবেন। সে আরয করবে, হে আল্লাহ! কি কারণে এ নির্দেশ? আল্লাহ বলবেন ঃ নামায নির্ধারিত সময়ের পরে পড়া এবং আমার নামে মিথ্যা শপথ করার কারণে।

একদা রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবাদের জন্য দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাদের কাউকে বঞ্চিত ও হতভাগা করো না। অতঃপর উপস্থিত সাহাবা (রা)-দেরকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা কি জান? কে বঞ্চিত ও দুর্ভাগা? সাহাবাগণ (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে সে ব্যক্তি? তিনি বললেন ঃ নামায ত্যাগকারী।

বর্ণিত আছে, বনী ইসরাঈলের এক মহিলা হযরত মূসা (আ) এর নিকট এসে বললো ঃ হে আল্লাহর নবী! আমি এক জঘন্য গুনাহ করেছি, তারপর তা থেকে আল্লাহর কাছে তাওবাও করেছি। আপনি দু'আ করুন আল্লাহ যেন আমাকে মাফ করে দেন এবং আমার তওবা কবুল করেন। হযরত মূসা (আ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি কি পাপ করেছ?" সে বললো ঃ "আমি যিনায় লিপ্ত হয়ে একটি সন্তান প্রসব করেছি এবং তাকে হত্যা করে ফেলেছি। হযরত মূসা (আ) বললেন ঃ "হে পাপিষ্ঠ! এ মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাও। নচেৎ আকাশ থেকে আগুন এসে আমাদেরকেও জ্বালিয়ে ফেলবে।" মহিলাটি ভগ্ন হৃদয়ে চলে গেল। তখনি জিবরাঈল (আ) এসে

বললেন ঃ "হে মূসা (আ)! আল্লাহ্ জানতে চেয়েছেন, কি কারণে আপনি এ তওবাকারিণীকে দূর করে দিলেন? তার চেয়ে বড় পাপী কে আপনি জানেন?" মূসা (আ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে জিবরাঈল! এরচেয়েও বড় পাপী আর কে হতে পারে?" জিবরাঈল (আ) বললেন ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগকারী।

আরো বর্ণিত আছে, এক বুযুর্গ ব্যক্তি নিজের বোনকে দাফনের সময় তার টাকার থলিটি কবরের ভেতরে পড়ে যায়। দাফন শেষে বাড়ি ফিরে থলের কথা মনে পড়লে কবরের কাছে এসে দেখলেন, টাকার থলেটি নেই। তার ধারণা হলো, তা কবরের ভেতরে পড়ে গেছে। তিনি কবর খুঁড়লেন। দেখতে পেলেন, কবরে আগুন জ্বলছে। তিনি আবার মাটি চাপা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি গিয়ে মায়ের কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে বোনের আমলের ব্যাপারে জানতে চাইলেন। সব শুনে মা বললেন ঃ "তোমার বোন নামাযে অবহেলা করতো।"

রুকূ, সিজদা পূর্ণ না করার শাস্তি

আল্লাহ্ বলেন ঃ অতএব দুর্ভোগ যেসব নামাযীর জন্য, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর। (সূরা মাউন ঃ ৪-৫)

যারা রুকূ-সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করে না, শুধুমাত্র উঠে আর বসে, এ আয়াতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলো, রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে বসা ছিলেন। অতঃপর লোকটি নামায পড়লো। নামায শেষে এসে নবী (সা) কে সালাম করলো। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন ঃ "ফিরে যাও, আবার নামায পড়। কেননা তুমি নামায পড়নি।" সে ফিরে গিয়ে আবার নামায পড়ে পুনরায় কাছে এসে নবীজীকে সালাম করলো। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে আবার বললেন ঃ "ফিরে যাও আবার নামায পড়। তুমি নামায পড়নি।" এভাবে লোকটি তিনবার নামায পড়া শেষে আরয করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ! এর চেয়ে ভালোভাবে নামায পড়ার নিয়ম আমার

জানা নেই, আমায় শিখিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ যখন নামাযে দাঁড়াবে প্রথমে তাকবীর বলবে। তারপর তোমার সাধ্যানুযায়ী কুরআন পড়। তারপর রুকূ কর এবং ধীর স্থিরভাবে রুকূ করে সোজা হয়ে দাঁড়াও। তারপর সিজদা কর এবং সিজদায় গিয়ে স্থির হও। অতঃপর সোজা হয়ে বসো। আবার সিজদা কর এবং সিজদা গিয়ে স্থির হও। এভাবে বাকী রাকআতও সম্পন্ন করে নামায শেষ কর। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নামাযের রুকূ ও সিজদায় পিঠ সোজা করে না, তার নামায তার জন্য যথেষ্ট নয়। (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ)

রাসূল (সা) বলেন ঃ যতোক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি তার রুকূ ও পিঠ সোজা না করবে, তার নামায অসম্পূর্ণ থাকবে।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় চুরি হলো নামাযে চুরি করা। আরয করা হলো, নামাযে কিভাবে চুরি করা হয়? তিনি বললেন ঃ ঠিকমতো রুকূ-সিজদা না করা এবং সহীহভাবে কিরাআত না পড়া। (আহমাদ, হাকেম, তিবরানী)

হযরত আবু হুরায়ারা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রুকূ ও সিজদার মাঝে পিঠ সোজা করে দাঁড়ায় না, আল্লাহ তার দিকে ফিরেও তাকাবেন না। (আহমাদ)

রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ "সে নামায মুনাফিকের নামায, যাতে বসে বসে সূর্যের জন্য প্রতীক্ষা করা হয়, সূর্য যেই শয়তানের দু'শিংয়ের মাঝখানে আসে (উদয়-অস্তের সময়) অমনি উঠে দ্রুত চারবার মাথা ঠুকে নেয়। তাতে আল্লাহর যিকির খুব কমই করা হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন ঃ একদিন রাসূল (সা) সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে নামায শেষ করে বসলেন। এমন সময় এক লোক এসে নামাযে দাঁড়ালো। সে এমনভাবে নামায পড়তে লাগল, মনে হলো যেন দ্রুত রুকূ শেষ করে সিজদায় ঠোকর মারছে। রাসূল (সা) বললেন ঃ "তোমরা ঐ লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখ। সে যদি এ অবস্থায় মারা যায়, তবে উম্মতে মুহাম্মদীর বাইরে মারা যাবে। কাক যেমন রক্তে ঠোকর মারে, নামাযে সে তেমনিভাবে ঠোকর মারছে। (ইবনে খুযাইমা)

হযরত ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন ঃ "সব নামাযীর ডানে ও বামে একজন করে ফেরেশতা থাকেন। যদি সে সহীহভাবে নামায আদায় করে, তবে তাঁরা তা আল্লাহর কাছে নিয়ে যায়। অন্যথায় তার মুখের উপর ছুঁড়ে মারে।" (দারে কুতনী, জামে সগীর)

ওবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অযু করে নামাযে দাঁড়িয়ে, রুকূ, সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করে এবং কিরাআত সহীহভাবে তিলাওয়াত করে নামায শেষ করে, নামায তাকে বলে ঃ তুমি যেমন আমাকে হিফাযত করেছ, আল্লাহ্ পাকও তেমনিভাবে তোমাকে হিফাযত করুন। অতঃপর উক্ত নামায নূর বিকিরণ করতে করতে আসমানে যেতে থাকে। তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে যায়। অতঃপর তা আল্লাহ্ সমীপে পৌঁছে সেই নামাযীর জন্য সুপারিশ করে। আর যদি রুকূ, সিজদা ও কিরাআত সঠিকভাবে না করে, তবে নামায তাকে বলে ঃ তুমি যেমন আমাকে ধ্বংস করলে, তেমনি আল্লাহ্ পাকও তোমাকে ধ্বংস করুন। অতঃপর তা নিকষ কালো বর্ণ ধারণ করে উপরে উঠতে থাকে। তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ বন্ধ হয়ে যায় এবং উক্ত নামাযকে পুরোনো কাপড়ের ন্যায় গুটিয়ে নামাযীর মুখের উপর ছুঁড়ে মারা হয়। (বায়হাকী)

হযরত সালমান ফারসী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ নামায একটি দাঁড়িপাল্লাস্বরূপ। যে ব্যক্তি এ দাঁড়িপাল্লা পূর্ণ করে মেপে দেয়, সে পুরস্কারও পূর্ণরূপে লাভ করবে। আর যে কম করবে তবে তো জানাই আছে, আল্লাহ্ পাক ওজনে কমকারীদের ব্যাপারে কি বলেছেন। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ "যারা ওজনে কম দেয়, তাদের জন্য দুর্ভোগ।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "সিজদা করার সময় তোমরা কপাল, নাক এবং উভয় হাত যমীনে রাখবে। কেননা আল্লাহ্ আমাকে সাতটি অঙ্গ দিয়ে সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কপাল, নাক, উভয় হাতের তালু, দু'হাঁটু ও উভয় পায়ের অগ্রভাগ। সিজদারত অবস্থায় কাপড় ও চুল ঠিকঠাক করতে নিষেধ করেছেন। যে লোক দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে তার অধিকার না দিয়ে নামায পড়ে, তাকে সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো নামাযের পুরো সময়ে অভিশাপ দিতে থাকে।" (বুখারী, মুসলিম)

হযরত হুযায়ফা (রা) এক ব্যক্তিকে রুকূ-সিজদা ঠিকভাবে না করে নামায

পড়তে দেখে বললেন ঃ তুমি নামায পড়নি, এ অবস্থায় তোমার মৃত্যু হলে তা হবে উম্মতে মুহাম্মদীর বাইরে। (বুখারী)

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এভাবে কত দিন যাবত নামায পড়ছ? সে বললো ঃ চল্লিশ বছর যাবত। তিনি বললেন ঃ চল্লিশ বছর যাবত তুমি কোন নামাযই পড়নি। এ অবস্থায় তোমার মৃত্যু হলে তুমি কাফির হিসেবে মারা যেতে। (আবু দাউদ)

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ হে আদম সন্তান! তোমার কাছে যদি নামায গুরুত্বহীন হয়, তবে ধর্মের আর কোন্ বিষয়টি তোমার কাছে গুরুত্ব পাবে? অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "হাশরের দিন বান্দার আমলগুলোর মধ্যে প্রথমে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। সে যদি যথাযথভাবে নামায আদায় করে থাকে, তবে সাফল্য ও মুক্তি লাভ করবে। আর যদি নামায অসম্পূর্ণ হয়, তবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বান্দার ফরয নামাযে কোন ঘাটতি পড়লে আল্লাহ্ বলবেন, 'দেখ বান্দার কোন নফল নামায আছে কি না?" যদি পাওয়া যায় তবে তা দিয়ে ফরযের ঘাটতি পূর্ণ করা হবে। বান্দার অন্য আমলেরও এরূপভাবে ফয়সালা করা হবে।" (তিরমিযী)

বিনা ওযরে জামায়াতে নামায না পড়ার শাস্তি

আল্লাহ্ বলেন,

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ ۙ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ط وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ.

পায়ের গোছা পর্যন্ত উন্মুক্ত করার দিনের কথা স্মরণ করো, সেদিন তাদেরকে সিজদা করতে বলা হবে, অতঃপর তারা সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে, তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হবে, অথচ যখন তারা সুস্থ অবস্থায় ছিল, তখন তাদেরকে সিজদা করার জন্য আহ্বান জানানো হতো। কিন্তু তারা সাড়া দিত না। (সূরা কালাম ঃ ৪২-৪৩)

ইবরাহীম তামীমী বলেন ঃ আযান ও ইক্বামতের মাধ্যমে তাদেরকে ফরয নামাযের জন্য ডাকা হতো। সাঈদ বিন মুসাইয়িব বলেন ঃ তারা 'হাইয়্যা আ'লাচ্ছালাহ' ও 'হাইয়্যা আ'লাল ফালাহ' শুনতো, কিন্তু সুস্থ থাকা সত্ত্বেও জামায়াতে শরীক হতো না। হযরত কা'ব আহবার (রা) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! এ আয়াতটি শুধুমাত্র নামাযের জামায়াত তরককারীদের জন্য নাযিল হয়েছে। এ আয়াত থেকে বিনা ওযরে জামায়াতে উপস্থিত না হওয়ার ভয়াবহ পরিণতি জানা যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমার ইচ্ছা হয়, নামাযের নির্দেশ জারি করি, আর এক লোকের ইমামতে নামাযের জামায়াত শুরু হোক, অতঃপর আমি শুকনো লাকড়ি বহনকারী এক দল লোক নিয়ে ঐ লোকদের বাড়িতে গিয়ে তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেই– যারা জামায়াতে হাজির হয়নি। (বুখারী ও মুসলিম)

নবী করীম (সা)-র নিকট এক অন্ধ ব্যক্তি এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এমন কেউ নেই যে আমাকে মসজিদে পৌঁছে দেবে। সে অনুমতি চাইল বাড়িতে নামায পড়ার জন্য নবীজীর কাছে। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর অন্ধ লোকটি চলে যেতে শুরু করলে রাসূল (সা) তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি কি আযান শুনতে পাও?" সে বললো- জি হ্যাঁ, শুনতে পাই। তিনি বললেন ঃ তাহলে জওয়াব দেবে। অর্থাৎ মসজিদে উপস্থিত হবে। (মুসলিম)

উম্মে মাকতূম (রা) রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সা)! মদীনায় বিভিন্ন প্রকার হিংস্র প্রাণী রয়েছে। আমি এক অন্ধ। আমার বাড়িও বেশ দূরে। আমাকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার মতো কেউ নেই। আমি কি বাড়িতে নামায পড়তে পারি? তিনি বললেন ঃ তুমি কি আযান শুনতে পাও? তিনি জবাব দিলেন– হ্যাঁ। রাসূল (সা) বললেন ঃ তাহলে তুমি জবাব দেবে, অর্থাৎ মসজিদে যাবে। তোমাকে মুক্তি দেয়ার কোন পথ নেই। (আবু দাউদ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞেস করা হলো, এক লোক সারাদিন

রোযা রাখে এবং সারারাত নামায পড়ে, কিন্তু ফরয নামাযের জামায়াতে শরীক হয় না, তার কি ফয়সালা? তিনি বললেন ঃ "এ অবস্থায় মারা গেলে সে দোযখে যাবে।" (তিরমিযী)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন ঃ "কোন মুমিন বান্দার পক্ষে আযান শুনেও জামায়াতে শামিল না হওয়ার চেয়ে গলিত সীসা কানে ঢেলে দেয়া উত্তম।" (কিতাবুস সালাত)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেন ঃ আযান শোনার পর বিনা ওযরে যে ব্যক্তি নামাযের জামায়াতে শরীক হয় না, তার একাকী পড়া নামায কবুল হবে না। জানতে চাওয়া হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওযর বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন ঃ "বিপদ অথবা রোগ-ব্যাধি।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আরো বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক অভিশাপ দিয়েছেন ঃ (১) যে নেতাকে লোকেরা অপছন্দ করে, (২) যে মহিলা তার উপর স্বামী অসন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় রাত যাপন করে, (৩) নামাযের আযান শ্রবণ করেও যে জামায়াতে উপস্থিত হয় না। (হাকেম)

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ মসজিদের প্রতিবেশী লোকজনের নামায মসজিদ ব্যতীত সঠিক হবে না। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ মসজিদের প্রতিবেশী কারা? তিনি বললেন ঃ "যে বাড়িতে বসে আযান শুনতে পায়।" (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ 'কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তি মুসলমান হিসেবে আল্লাহর দীদার লাভ করতে চায়, সে যেন প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিকমত আদায় করে। কেননা আল্লাহ্ তোমাদের নবীর জন্য হিদায়াতের বিধানাবলী প্রবর্তন করে দিয়েছেন। আর এ নামাযগুলো হচ্ছে হিদায়াতের অন্যতম পন্থা। অনেকের মতো তোমরাও যদি নিজ গৃহে নামায পড়, তবে তোমাদের নবীর পথ ছেড়ে দিলে। আর তোমরা যদি নবীর পথ ছেড়ে দাও, তাহলে পথভ্রষ্ট হবে। আমার জানা মতে মুনাফিক বা অসুস্থ

ব্যক্তি ছাড়া কেউ জামায়াতে শামিল হতে অবহেলা করে না। অথচ যে ব্যক্তি দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদ পর্যন্ত আসে, অবশ্যই সে জামায়াতে নামাযের জন্যই আগমন করে।'

অসুস্থ রবী বিন খায়সাম দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে সমজিদে এসে জামায়াতে শরীক হতেন। তাঁকে বলা হতো, আপনি তো অক্ষম, আপনার ঘরে বসে নামায পড়া তো জায়েয। তিনি বলতেন ঃ 'আমি তো আযান শুনতে পাই'। অতএব যে ব্যক্তির জামায়াতে শরীক হওয়ার শক্তি আছে, তাকে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও শরীক হতে হবে। কোন কোন বুযুর্গ বলতেন ঃ জামায়াত তরক শুধু পাপের কারণে হয়ে থাকে।

হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, একবার হযরত ওমর (রা) তাঁর খেজুর বাগান পরিদর্শনে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন আসর নামাযের জামায়াত হয়ে গেছে। তিনি তখন জামায়াত ছুটে যাওয়ার কাফ্ফারাস্বরূপ খেজুর বাগানটি সদকা করে দেন।

ফজর ও ইশার জামায়াতের গুরুত্ব

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ ফজর ও ইশার নামায মুনাফিকদের জন্য খুবই কষ্টকর। এ নামায দু'টি জামায়াতে আদায় করা কতো যে পুণ্য রয়েছে, তা যদি লোকেরা জানতে পারতো, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামায়াতে শরীক হতো। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন ঃ আমাদের মধ্যে কেউ যদি ইশা ও ফজরের জামায়াতে উপস্থিত না হতো, তবে আমরা মনে করতাম, হয়তো সে মুনাফিক হয়ে গেছে। (তিবরানী, ইবনে খুযায়মা)

শাইখ উবাদুল্লাহ বিন ওমর কাওয়ারীরী (র) বলেন ঃ ইশার নামায জামায়াতে পড়তে আমার কখনও ভুল হয়নি। এক রাতে আমার বাড়িতে এক মেহমান আসলেন। তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ইশার জামায়াতে শরীক হতে পারিনি। বসরা শহরের সকল মসজিদে তালাশ করে দেখলাম, সবাই ইশার নামায পড়ে মসজিদগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

একাকী নামাযের চেয়ে জামায়াতের নামাযে ২৭ গুণ সওয়াব। অতএব বাড়ি ফিরে আমি ২৭ বার ইশার নামায পড়লাম। রাতে স্বপ্নে দেখলাম। আমি এক ঘোড় সওয়ার দলের সাথে ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছি কিন্তু আমি সবার পেছনে পড়ে যাচ্ছি। তাদের একজন বললো, তুমি আমাদেরকে কখনই ধরতে পারবে না। কেননা আমরা ইশার নামায জামায়াতের সাথে আদায় করেছি। আর তুমি একাকী আদায় করেছ।

শুদ্ধ করে নামায পড়া

নামাযে যা কিছু পড়া হয় তা বিশুদ্ধভাবে পড়তে হবে। অশুদ্ধ পড়লে নামাযের হিফাযত তো হবেই না। বরং এই নামায নামাযীকে অভিশাপ দেয়। যেমন কুরআন অশুদ্ধ পড়লে তিলাওয়াতকারীকে কুরআন অভিশাপ দেয়। হাদীস শরীফে আছে, রাসূল (সা) বলেন– সবচেয়ে বড় চোর হলো যে নামাযে চুরি করে। জিজ্ঞাসা করা হলো– ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাযে কিভাবে চুরি করা হয়। রাসূল (সা) বলেন– যথাযথভাবে রুকূ, সিজদা না করা এবং বিশুদ্ধভাবে কুরআন না পড়া (আহমাদ)।

মুমিন তাই বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের মাধ্যমে নামাযকে হিফাযত করে। এ জন্য পূর্বেই আমাদের কুরআন সহীহ করে পড়া শিখতে হবে।

পবিত্র কুরআন তাজবীদের সাথে শুদ্ধ করে পড়া প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরযে আইন। যারা এখনও পূর্ণ শুদ্ধ করে পড়তে পারেন না তারা আজকে থেকেই কুরআন শুদ্ধ পড়তে চেষ্টা শুরু করুন। যে কোন বয়সেরই হোন না কেন কুরআন সহীহ করে পড়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। প্রতিদিন যেহেতু পাঁচবার নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করতে হয় তাই নামাযকে বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য প্রথমেই নামাযে যেটুকু পড়া হয় সেটুকু আগে শুদ্ধ করে পড়া শিখে নিন। এজন্য আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। মরণ কখন এসে পড়বে জানা নেই। অশুদ্ধ তিলাওয়াত দিয়ে পড়া নামায নিয়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেলে নাজাতের আশা নেই। গুরুত্বসহকারে এ বিষয়ে চেষ্টা করতে হবে। অশুদ্ধ তিলাওয়াতের নামায সঠিকভাবে আদায় হয় না।

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নামায কায়েম করা

শুধু নিজে নামায পড়লেই নামায কায়েম করার ফরয আদায় হবে না। বৃহত্তর ক্ষেত্রে অর্থাৎ নিজ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নামায কায়েম করতে হবে। কারণ আল্লাহ বলেছেন– 'নামায কায়েম কর।' আর শুধু নিজে পড়ে নিলেই কায়েম করা হয় না। পরিবারে নামায কায়েমের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ পাক বলেন– 'হে রাসূল! আপনি পরিবারের সবাইকে নামায পড়ার নির্দেশ দিন এবং নিজেও এ ব্যাপারে ধৈর্যশীল থাকুন। আমি আপনার কাছে রিয্ক চাচ্ছি না। রিয্ক তো আমি আপনাকে দান করবো। আর সর্বোত্তম পরিণাম একমাত্র তাকওয়া-পরহেযগারীর জন্যই।' (সূরা ত্বাহা)

সমাজ ও রাষ্ট্রে নামায কায়েম করা মুমিনদের কর্তব্য এবং অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ.

'আমার খাঁটি বান্দাদেরকে যখন দুনিয়ার কোন ভূ-খণ্ডের উপর শাসন অধিকার দান করি তখন তারা সেখানে নামায কায়েম করে, যাকাত চালু করে, সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।' (সূরা হজ্জ ঃ ৪১)

হযরত উমর (রা) তার অধীনস্থ শাসকদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়ে লিখতেন– অর্থাৎ আমার কাছে তোমাদের সব বিষয়ের মধ্যে নামাযই হলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং যে নিজে দ্বীনকে হিফাযত করলো এবং যে নামাযের হিফাযত করলো না, নামায ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের সে আরও বেশি ক্ষতি সাধনকারী হবে। মুমিনদের কর্তব্য তাই নিজ জীবনে নামায আদায় করার সাথে সাথে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নামায কায়েম করার চেষ্টা করা। তাহলে বলা যাবে তারা নামাযের হিফাযত করেছে।

সন্তান-সন্ততিকে কখন নামাযের নির্দেশ দিবেন?

রাসূল (সা) বলেন ঃ "বাচ্চা যখন সাত বছরে পদার্পণ করে তখন তাকে নামায পড়তে আদেশ করো। আর দশ বছরে পদার্পণ করলে নামায না পড়ার দরুণ প্রহার করো।" (আবু দাউদ)

অন্য বর্ণনায় আছে ঃ তার বিছানা পৃথক করে দাও।

ইমাম আবু সুলায়মান খাত্তাবী (র) বলেন ঃ এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, বাচ্চা নির্ধারিত বয়সে পৌছে নামায না পড়লে, তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর অনুসারীদের অনেকে এ হাদীসের ভিত্তিতে নিজেদের মত ব্যক্ত করেছেন যে, বয়স্ক ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দিলে, তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে। তাদের যুক্তি হচ্ছে, যেখানে নাবালেগ বেনামাযীকে প্রহার করতে বলা হয়েছে, সেখানে প্রাপ্ত বয়স্কদের শাস্তি আরো কঠোর হওয়া উচিত। আর প্রহারের পর হত্যার চেয়ে কঠোর শাস্তি তো আর কিছু নেই।

নামাযের অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা

১. আল্লাহর আদেশ মানার মানসিকতা তৈরী করা

নামাযের মাধ্যমে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলোর মধ্যে এটিই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

একজন মুসলমান তার সকল কাজকর্ম ফেলে নামায পড়তে চলে যায় বা দাঁড়িয়ে যায়, কারণ এটি আল্লাহর নির্দেশ। এটি না করলে কেউ তাকে মারধর করে না। অর্থাৎ শুধু আল্লাহর ভয়ে সে এটি করছে। প্রতিদিন পাঁচবার মুসলমানদের অন্তরে এই আল্লাহ্ ভীতি জাগিয়ে দিয়ে নামায মুসলমানদের অন্তরে আল্লাহ ভীতি এমনভাবে বদ্ধমূল করে দিতে চায় যে, তারা যেন তাদের জীবনের প্রতিটি কাজ করার সময় এই আল্লাহ্ ভীতিকে সামনে রাখে। অর্থাৎ আল্লাহর খুশি হওয়াকে সামনে রাখে। আল্লাহ্ অখুশি

হন এমন কোন কাজ সে করবে না এবং খুশি হন এমন সব কাজই করবে। আর ঐ কাজগুলো যেভাবে করলে আল্লাহ খুশি হন, শুধু সেভাবেই সে তা করবে। প্রতিটি কাজ ঐভাবে সে এই জন্যই করবে যে ঐভাবে কাজটি করলে সে দুনিয়া ও আখিরাতে লাভবান হবে এবং কাজটি না করলে বা ঐভাবে না করলে সে কোন মতেই আল্লাহর শাস্তি তথা দুঃখ-কষ্ট থেকে দুনিয়া ও আখিরাতে রেহাই পাবে না।

২. আল্লাহর আদেশ-নিষেধ কুরআন থেকে জানার মানসিকতা তৈরি করা

নামাযে মহান আল্লাহ শুধু আল-কুরআন পড়তে বলেছেন। হাদীস গ্রন্থ, ইসলামী সাহিত্য, ডাক্তারী বই, অর্থনীতির বই বা অন্য কোন গ্রন্থ পড়তে বলেননি। এর মাধ্যমে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন ইসলামকে প্রথমে জানতে হবে নির্ভুল উৎস আল-কুরআন থেকে। কারণ কুরআনের সূরা নাহলের ৮৯ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয় কুরআনে উল্লেখ করে রেখেছেন। আর ঐ বিষয়গুলো হচ্ছে কুরআনের মূল বিষয়। ঐ চিরসত্য মূল বিষয়গুলো না জেনে কেউ যদি শুধু হাদীস, ফিকাহ ইসলামী সাহিত্য পড়ে ইসলাম জানতে চায়, তবে সে কখনই সঠিক ইসলাম জানতে পারবে না। আর এর ফলে সে ইসলামের ব্যাপারে নানা রকম ধোঁকায় পড়বে।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَابِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰؤُلَاءِ. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ.

(হে মুহাম্মদ! এই লোকদের সেদিন সম্পর্কে সতর্ক কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে স্বয়ং তাদের মধ্য থেকে একজন সাক্ষী দাঁড় করাব যে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। উপরন্তু এই লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আমরা তোমাকে উপস্থিত করব।

(ইহা এই সাক্ষ্য দানেরই প্রস্তুতি যে) আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়েরই সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী এবং হিদায়াত,

রহমত ও সুসংবাদ সেইসব লোকের জন্য যারা মস্তক অবনত করেছে। (সূরা নাহল ঃ ৮৯)

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ইসলামের নামে কিছু অসতর্ক প্রচারণা, যা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক বিরুদ্ধ, মুসলমানদের আজ নামাযের এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। তাইতো দেখা যায়, অধিকাংশ নিষ্ঠাবান নামাযীরও আজ কুরআনের জ্ঞান নেই। আর এই অজ্ঞতার দরুন তারা ইসলামের প্রথম স্তরের অনেক মৌলিক বিষয়ের ব্যাপারেও নানাভাবে শয়তানের ধোঁকায় পড়ছে। এই অসতর্ক প্রচারণার কয়েকটি হচ্ছে–

ক. কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা ফরয হলেও গুরুত্বের দিক দিয়ে তার স্থান অন্য অনেক আমলের নিচে।

খ. কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সকলের জন্যে ফরয নয়।

গ. অযু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা মহাপাপ।

ঘ. অর্থ ছাড়া বা জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্য ছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকী।

ঙ. কুরআন বুঝা কঠিন। তাই বুঝতে গেলে গুমরাহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

চ. জ্ঞান অর্জনের চেয়ে আমলের গুরুত্ব বেশি।

ছ. জানার পর না করলে না জানার দরুণ না করার চেয়ে বেশি গুনাহ। তাই বেশি জানলে বেশি বিপদ।

৩. পর্দা করার শিক্ষা

পর্দা করা ইসলামী জীবন বিধানে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ফরয কাজ। নামাযে সতর ঢেকে রাখার বিধানের মাধ্যমে আল্লাহ প্রতিদিন পাঁচবার এই ফরয কাজটির কথা মুসলমান নর-নারীদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আজ মুসলমান মহিলাদের অত্যন্ত নগণ্য সংখ্যকই ব্যক্তিগত জীবনে নামাযের এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটিকে মেনে চলেন। নামাযের এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটির কী দারুণ অবহেলা তারা করছেন, তাই না?

৪. সময় জ্ঞান শিক্ষা দেয়া

পাঁচ ওয়াক্ত নামায একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় করতে হবে। এই সময় বেঁধে দিয়ে আল্লাহ মুসলমানদের সময় জ্ঞানের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। পুরো মুসলিম বিশ্বে বর্তমানে এই সময় জ্ঞানের দারুণ অভাব। নামাযের এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার কী দারুণ উপেক্ষা, তাই না? অথচ মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমান বিশ্বে উন্নত জাতিগুলোর মধ্যে এই সময়জ্ঞান বেশ প্রখর।

৫. শরীর সুস্থ ও সবল রাখার শিক্ষা

নামাযের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানুষের শরীর সুস্থ ও সবল রাখার অপূর্ব শিক্ষা দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে–

শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও জায়গা তথা পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার মাধ্যমে শরীর সুস্থ রাখার শিক্ষা ঃ

উল্লেখ করা হয়েছে নামাযের আগে শরীর, কাপড় ও জায়গা পাক তথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার শর্তের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিবেশকে ঘন ঘন ধোয়া-মোছার মাধ্যমে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার শিক্ষা দিয়েছেন। আর এভাবে তিনি তাদের নানা ধরনের রোগের হাত থেকে মুক্ত থাকার এক অপূর্ব ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় শরীর, পোশাক ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে দিনে পাঁচবার শিক্ষা দেয়ার পরও মুসলমানরা আজ পৃথিবীর অনেক জাতির চেয়ে ঐ ব্যাপারে অনেক অনেক পেছনে পড়ে আছে।

৬. ব্যায়াম করা ও ব্যায়ামে কি কি অঙ্গভঙ্গি করতে হবে তা শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে রোগ মুক্ত রাখার ব্যবস্থা

সিজদা হচ্ছে নামাযের মধ্যে আল্লাহর সবচেয়ে পছন্দের অবস্থান। তাই আল্লাহ তো নামাযের সময় শুধু সিজদায় থেকে দু'আ কালাম পড়ে নামায শেষ করতে বলতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি হাত উঠিয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলা, মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে রুকূ ও সিজদা করা এবং ঘাড়

ঘুরিয়ে সালামের মাধ্যমে নামায আদায় শেষ করতে বলেছেন। এখান থেকে বুঝা যায়, নামাযের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা শিক্ষা দিয়েছেন।

ডাক্তারী বিদ্যায় এখন এটি একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয় যে, নিয়মিত ব্যায়াম করলে মানুষের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি অনেক কম হয়। নামায থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিয়ে বাস্তবে তা নামাযীরা পালন করুক, এটিইতো আল্লাহ চান। মুসলমানরা যদি ব্যায়ামের সময় কী ধরনের অঙ্গভঙ্গি করতে হবে নামায থেকে ঐ শিক্ষাগুলো নিয়ে বাস্তবে প্রতিদিন ঐভাবে কিছুক্ষণ ব্যায়াম করে তবে তাদের অনেক রোগ-ব্যাধি কম হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ নামাযীই শরীর সুস্থ রাখার ব্যাপারে নামাযের এই অপূর্ব শিক্ষাটি বাস্তবে পালন করে না।

এখন প্রশ্ন থাকে যে, কী কারণে আল্লাহ্ মুসলমানদের নামাযের মাধ্যমে এভাবে শরীর সুস্থ-সবল রাখার শিক্ষা দিলেন। সে কারণটি হচ্ছে, ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন করতে গেলে মুসলমানদের জরাজীর্ণ শরীরের অধিকারী হলে চলবে না। ঐ কাজ করতে তাদের কঠোর পরিশ্রম ও প্রবল প্রতিরোধের মুকাবিলা করতে হবে। সুতরাং তাদের অবশ্যই সুস্থ-সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। তাই নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ মুসলমানদের শরীর-স্বাস্থ্য সুস্থ-সবল রাখার এই অপূর্ব শিক্ষা দিয়েছেন।

৭. মেসওয়াক করার মাধ্যমে শরীর সুস্থ রাখার শিক্ষা

অযুর সময় মেসওয়াক করা সুন্নত। রাসূল (সা) এটিকে এত গুরুত্ব দিতেন যে, ওফাতের আগে যখন অজ্ঞান অবস্থা থেকে একটু জ্ঞান আসছিল তখনই তিনি মেসওয়াক চাচ্ছিলেন। পাঁচবার অযুর সময় কেউ যদি নিয়মিত মেসওয়াক বা ব্রাশ করে তবে তার দাঁত ও মুখের রোগ অনেক অনেক কম হবে। তাছাড়া রাসূল (সা) বলেছেন, মেসওয়াক করে নামায পড়লে নামাযের সওয়াব অনেক গুণ বেড়ে যায়।

৮. ইসলামের বিধানসমূহ গুরুত্ব অনুযায়ী পালনের শিক্ষা

নামাযের বিধানসমূহকে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব এই চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিয়ম হচ্ছে, ফরযে ভুল হলে নামায হবে না। ওয়াজিবে ভুল হলে সাহু সিজদা দ্বারা তা না শুধরালে নামায হবে না। সুন্নাতে ভুল হলে নামায হবে তবে একটু দুর্বল হবে। আর মুস্তাহাবে ভুল হলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না।

নামাযের বিধানগুলো গুরুত্ব অনুযায়ী পালনের শিক্ষা হচ্ছে– ইসলামী জীবন বিধানেও মৌলিক ও অতিরিক্ত (নফল) বিষয় আছে। মৌলিক বিষয়গুলোর কোন একটি বাদ দিয়ে অতিরিক্ত (নফল) বিষয়গুলো যতোই পালন করা হোক না কেন, তাতে ইসলাম পালন হবে না এবং ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে। আর মৌলিক বিষয়গুলো পালন করার পর অতিরিক্ত (নফল) বিষয় পালনে যদি কিছু দুর্বলতা থাকে, তবে তাতে কিছু দুর্বল হলেও ইসলাম পালন হয়ে যাবে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে না। তবে তার বেহেশতের মান কিছু কমবে।

৯. নামায সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নিয়ম-নীতি মেনে চলার প্রশিক্ষণ দেয়

ইমামের আনুগত্যের মাধ্যমে নেতার আনুগত্যের ট্রেনিং হয়। ইমাম ভুল করলে শালীন ভাষায় লুকমা দিয়ে ইমামকে সংশোধন করার মাধ্যমে সরকারের সমালোচনা করার ভদ্র পদ্ধতির শিক্ষা লাভ হয়। নামায রাজনৈতিক ময়দানেও সুশৃঙ্খল ও শালীন হতে উদ্বুদ্ধ করে।

অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকা মুমিনদের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। কারণ মুমিন বিশ্বাস করে যে হায়াত বা জীবনের এই সময়টুকু সুনির্দিষ্ট। প্রতিটি মুহূর্তেই আমাদের হায়াত কমে যাচ্ছে। আর আখিরাতে মুক্তির জন্য আমলের সময় শুধু এই হায়াতটুকুই। পরীক্ষার হলের মধ্যে দায়িত্ববোধ সম্পন্ন পরীক্ষার্থী যেমন প্রতিটি মুহূর্ত সঠিকভাবে কাজে লাগাবার জন্য ব্যস্ত থাকে। নিজের ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয়

ভালো ফলাফলের চেষ্টায় মনোযোগী পরীক্ষার্থী যেমন তার পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের একটি সেকেণ্ডও নষ্ট করে না। তার চেষ্টা ও ইচ্ছা এটাই থাকে যে, প্রতিটি সেকেণ্ডকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে আরো একটু বেশি নম্বর তোলা যায়, কিভাবে আরো একটি নম্বর পাওয়া যায়।

একজন মুমিন তার দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাবার জন্য সেভাবেই তৎপর থাকে। কারণ সে জানে যে দুনিয়ার জীবনটা পরীক্ষা কেন্দ্র, যার ফল লাভ করা যাবে আখেরাতে। ভালো পরীক্ষা দিলে আখেরাতে ভালো রেজাল্ট, আর পরীক্ষা দিতে এসে সময়টুকু বেহুদা কাজে নষ্ট করে ফেললে আখেরাতে ফল লাভ হবে ব্যর্থতা ও ক্ষতিগ্রস্ততার। আখিরাতে বিশ্বাস করে যে মুমিন তার জন্য দুনিয়ার জীবনের এই ক্ষুদ্র অথচ মূল্যবান সময়টুকু থেকে অনর্থক কথা ও কাজের এক মুহূর্ত ব্যয় করার সুযোগই নেই। আর প্রকৃতপক্ষে একজন খাঁটি মুমিন অনর্থক কথা কাজে স্বস্তিবোধ করে না, বরং তার আশেপাশের পরিবেশ যদি এই দোষে কলুষিত থাকে– তাতেও মুমিনের কষ্টই অনুভব হয়।

এ জন্যই আমরা দেখি আল্লাহ পাক মুমিনদের চির আকাঙ্ক্ষিত জান্নাতের নিয়ামতরাজির উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন ঃ 'সেখানে তুমি কোন বাজে কথা শুনবে না।'

আমাদের ২৪ ঘণ্টার কথা ও কাজের একটু পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। হিসাব করে দেখা দরকার অনর্থক কথা ও কাজ কত বেশি পরিমাণে হচ্ছে। সব কথা কাজই তো রেকর্ড হচ্ছে, একদিন সবটারই হিসাব দিতে হবে। আজকে নিজেই নিজের হিসাব নিয়ে দেখি আমার কোন আমলটা হিসাবের দিনে মীযানের ডান পাল্লায় পড়বে, আর কোন আমলটা অনর্থক হবার দোষে বাম পাল্লায় পড়বে। নিশ্চয়ই শিউরে উঠতে হবে অনর্থক কথা কাজের আধিক্য দেখে। এজন্যই আমাদের এখন থেকেই হুশিয়ার হতে হবে জীবনের একটা মুহূর্ত যেন বিফলে না যায়। যা চলে গেছে সে জন্য তওবা করে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হতে হবে।

জুমু'আর নামাযের শর'য়ী হুকুম

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে ঈমানদারগণ! জুমু'আর দিন যখন নামাযের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তাড়াতাড়ি আল্লাহর যিকরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচা-কেনা ত্যাগ কর এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে যদি তোমরা জানতে পারো। (সূরা জুমু'আ)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "জুমু'আর নামায তার উপরই ফরয যে জুমু'আর আযান শুনেছে।" (আবু দাউদ)

জুমু'আর নামায যথার্থভাবে প্রত্যেক মুসলমানের উপর জামায়াতের সাথেই ফরয। তবে চার ব্যক্তির উপর ফরয নয় : ১। ক্রীতদাস, ২। স্ত্রীলোক, ৩। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ও ৪। রুগ্ন ব্যক্তি। (আবু দাউদ)

যে ব্যক্তি অলসতাবশত পরপর তিন জুমু'আর নামায ছেড়ে দিয়েছে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরের উপর সীল করে দেবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

যে ব্যক্তি বিনা ওজরে জুমু'আর নামায ছেড়ে দিবে তাকে এমন কিতাবে মুনাফিক হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হবে যার লিখা মুছে ফেলা যায় না এবং পরিবর্তন করাও যাবে না। (আশশাফী)

তোমরা জুমু'আর নামাযে উপস্থিত হও এবং ইমামের নিকট দাঁড়াও। কেননা যে ব্যক্তি জুমু'আর নামাযে সবার পেছনে উপস্থিত হবে পরিণামে সে জান্নাতে প্রবেশ করার ব্যাপারেও সবার পেছনে পড়ে থাকবে। অথচ সে নিশ্চয়ই তার উপযুক্ত। (মুসনাদে আহমাদ)

জুমু'আর দিনের ফযীলত

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তোমাদের সব দিনের মধ্যে জুমু'আর দিনই হলো শ্রেষ্ঠ দিন। এ জুমু'আর দিনেই আদম (আ) কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনেই তাঁর ওফাত হয়েছে। এ দিনেই দুনিয়া ধ্বংসের জন্য শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে এবং এ দিনেই পুনঃজীবিত করার লক্ষ্যে দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। সুতরাং জুমু'আর দিনেই আমার প্রতি বেশি বেশি করে দরুদ পাঠ করবে। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

নিশ্চয় জুমু'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যদি কোন মুসলমান বান্দাহ ঐ মুহূর্ত বা সময়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন কল্যাণ প্রার্থনা করে, আল্লাহ নিশ্চয় ওটা দান করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল (সা) বলেন ঃ জুমু'আর রাতটি হলো সবচেয়ে উজ্জ্বল রাত্রি আর জুমু'আর দিনটি হলো সবচেয়ে জ্যোতির্ময় দিন। (বায়হাকী)

ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত নামাযসমূহ
কোন সময়ে কত রাকাআত

❒ **ফরয নামায**

❖ ফযরের নামায ২ রাকাআত ❖ যুহরের নামায ৪ রাকাআত। জুমু'আর দিন যুহরের পরিবর্তে জুমু'আর নামায ২ রাকাআত ❖ আসরের নামায ৪ রাকাআত ❖ মাগরিবের নামায ৩ রাকাআত ❖ ইশার নামায ৪ রাকাআত। (বায়হাকী)

❒ **ওয়াজিব নামায**

❖ রাতের এশার পর বিতর ৩ রাকাআত ❖ ঈদুল ফিতরের দিন জামায়াতের সাথে ২ রাকাআত ❖ ঈদুল আজহার দিন জামায়াতের সাথে ২ রাকাআত। (নাসায়ী, বায়হাকী, ইবনে মাজা)

❒ **সুন্নাত নামায**

❖ ফযরের সময় ফরযের পূর্বে ২ রাকাআত ❖ যুহরের সময় ফরযের পূর্বে ৪ রাকাআত ও পরে ২ রাকাআত (জুমু'আর দিন জুমার ফরযের পূর্বে ৪ রাকাআত ও পরে ৪ রাকাআত) ❖ মাগরিবের সময় ফরযের পরে ২ রাকাআত ❖ ইশার সময় ফরযের পরে ২ রাকাআত। (বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী)

এতদ্ব্যতীত নফল নামাযের যেসব কথা আছে, তা পড়লে সওয়াব পাওয়া যায়, না পড়লে কোন ক্ষতি নেই।

তথ্য সূত্র :

১. কবিরা গুনাহ – ইমাম আয-যাহাবী

২. নামায অমান্য ও অবহেলাকারীর দুনিয়া ও আখেরাতে ভয়াবহ শাস্তি- হাফেজ মু. আইয়ুব

৩. নামায না পড়লে মুসলমান হতে পারে কিনা- আবুল কালাম আজাদ

৪. জীবন্ত নামায- অধ্যাপক গোলাম আজম

৫. দারসে কুরআন- শরীফা সাঈদা

৬. ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা- মাওঃ মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফি

৭. নামায কেন ব্যর্থ হচ্ছে – ডা. মতিয়ার রহমান

৮. যে ভুলে নামায কবুল হয় না- মাওলানা শামাউন আলী

আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা